যায়যায়দিন

তারিখ ... 22 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশের ১০টি ভাষা বিলুপ্ত

ভাষা ও বানান নৈরাজ্য প্রত্যাশিত নয়

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা হলেও ভাষার সঠিক পরিচর্যা এবং ভাষা রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ না নেয়ার কারণে বাংলাদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রচলিত ৫২টি ভাষার মধ্যে বর্তমানে সচল ভাষার সংখ্যা ৪২টি। মাত্র ১০০ বছরের ব্যবধানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ১০টি ভাষা। তাছাড়া দুঃখজনক, আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের ৬ দশকে এসেও দেশের সর্বস্তরে এখনো বাংলা ভাষার প্রচলন করা সম্ভব হয়নি। বানানরীতি নিয়েও রয়েছে বৈষম্য। প্রতিষ্ঠানগুলোয় ভিন্ন ভিন্ন বানানরীতি চালু থাকায় সঠিক বানান নিয়েও বেকায়দায় পড়তে হয়। গতকালের বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে এসব তথ্য। যা আমাদের ব্যথিত করে। ভাষা নিয়ে এ নৈরাজ্য যেমন গ্রহণীয় নয় তেমনি অপমানজনকও বটে। ভাষা সংক্রান্ত যথেচ্ছাচারের কারণে ভাষা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাষা বিপন্ন হলে জাতির অস্তিত্বও হুমকির মুখে পড়বে। সুতরাং আমাদের প্রাণের ভাষা, মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় আমাদের এখন থেকেই সজাগ হতে হবে।

আমরা লক্ষ্য করছি, আমাদের দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন ভাষার বিশুদ্ধতা নষ্ট হচ্ছে। ভাষার সঠিক পরিচর্যাও নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা বাংলা হলেও এ ভাষা কেন বিপন্ন হবে সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫০ হাজারের কম হলে ওই ভাষাকে বিপন্ন ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেন গবেষকরা। আমাদের দেশে বাংলা ভাষার পাশাপাশি উপজাতীয় চাকমা, মান্দি, খুসিক, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, কোচ, খাড়িয়া, হাজং, খিয়াং, খুমি ও আচিক এ দশটি ভাষাও আজ বিপন্ন হতে চলেছে। কিন্তু একুশের চেতনার মূলস্রোত বিশেষ করে ভাষার ক্ষেত্রে কেন আজ ক্লিসে হয়ে উঠেছে সেটিও ভাবার সময় এসেছে।

একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বারবার অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এ চেতনা যেমন সমানাধিকারের তেমনি অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিরও। আমরা মনে করি একুশ পরবর্তী সব ধরনের সংগ্রাম-আন্দোলনের মধ্যেই একুশের মহান চেতনা নিহিত রয়েছে। একুশ আমাদের সব ধরনের কূপমণ্ডূকতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি থেকে মুক্তির পথনির্দেশক। দেখা যায় একুশ এলেই হঠাৎ করেই আমাদের বাংলাপ্রীতি বেড়ে যায়। অথচ সারা বছর ভেতরে ভেতরে বাংলার সর্বনাশ করা হয়। বাংলা ভাষা নিয়ে অনাচারের বিষয়টি আদালতেও গড়াতে দেখেছি আমরা। 'বিকৃত বাংলা উচ্চারণে' অনুষ্ঠান প্রচার এবং 'ভাষা দূষণ' না করতে হাইকোর্ট নির্দেশ দিলেও বাংলা ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না।

একুশের অন্যতম তাৎপর্য ছিল রাষ্ট্রীয় জীবনে অসাম্য, বৈষম্য, দুর্বলের ওপর সবলের আধিপত্য ইত্যাদি নৈরাজ্য দূর করে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র গঠন করা। কিন্তু এ মহৎ প্রত্যাশার বাস্তবায়ন আদৌ ঘটেছে কি? তাছাড়া বাঙালির ঐতিহ্য, কৃষ্টি, আবহমানকালের সংস্কৃতি ইত্যাদি সমুন্নত রাখার সমন্বিত প্রচেষ্টা সমাজে এখনো লক্ষণীয় নয় কেন? আমরা প্রত্যাশা করি, আমাদের ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই পূর্ণতা পেতে হবে। এ জন্য ভাষার সঠিক পরিচর্যা প্রয়োজন। প্রয়োজন বানানরীতি ও প্রমিত উচ্চারণের প্রতিও সজাগ থাকা। পাশাপাশি প্রচলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষাকেও সমান মর্যাদা দিয়ে সংরক্ষণ করা।

পৃথিবীর বহুজাতি তাদের নিজস্ব ভাষাকে অবলম্বন করে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। কিন্তু আমরা যেন উল্টো পথে হাঁটছি! ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জনের ঘটনায় বাঙালির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হলেও নিজের ভাষাকে সুউচ্চ মহিমায় তুলে ধরা জাতিগুলোর তালিকায় আমাদের নাম এখনো পেছনের সারিতে। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা বারবারই সরকারকে বলে আসছেন রাষ্ট্রীয় সব কার্যক্রমে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করতে। অথচ দুঃখজনক যে আজো আদালতে বাংলা ভাষার প্রচলন করা সম্ভব হয়নি। শুদ্ধ বাংলা ভাষার পরিবর্তে ভাষা হয়ে উঠেছে বিকৃত। বানানরীতি নিয়েও চলছে নৈরাজ্য। দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন করতে আমাদের ব্যর্থতা এবং ভাষা নিয়ে নৈরাজ্যের স্বরূপটি গভীরভাবে খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি জাতির সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও ভাষা বিষয়ে আমাদের অবস্থানও স্পষ্ট হওয়া দরকার। ভাষার বিপন্নতা রোধসহ শুদ্ধ সঠিক বানানরীতি চালু ও প্রমিত ভাষা ব্যবহারে সরকারি বেসরকারি সমন্বিত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণও এখন সময়ের দাবি।

পৃথিবীর বহুজাতি তাদের নিজস্ব ভাষাকে অবলম্বন করে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। কিন্তু আমরা যেন উল্টো পথে হাঁটছি! ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জনের ঘটনায় বাঙালির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হলেও নিজের ভাষাকে সুউচ্চ মহিমায় তুলে ধরা জাতিগুলোর তালিকায় আমাদের নাম এখনো পেছনের সারিতে।